উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে আন্দোলন চলছেই

টাকা ছাড় না হলেও দুর্নীতি সম্ভব বলে দাবি আন্দোলনকারীদের

সংবাদ : প্রতিনিধি, জাবি | ঢাকা , রোববার, ১০ নভেম্বর ২০১৯

দুর্নীতির অভিযোগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে চলমান আন্দোলন নিয়ে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীরা বলছেন, অর্থ যদি ছাড় না হয় তাহলে কাজ চলছে কিভাবে? টাকা ছাড়ের সঙ্গে তো দুর্ব্রনীতির সম্পর্ক নেই। দুর্নীতির সম্পর্ক ঠিকাদার ও প্রশাসনের সাথে। নিয়ম হলো সরকারি টেন্ডারের কাজ শেষ করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান টাকা পাবে। সুতরাং দুর্নীতির জন্য টাকা ছাড়ের প্রয়োজন হয় না। গতকাল সন্ধ্যায় আন্দোলনকারী শিক্ষক খন্দকার হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এদিকে দুর্নীতির অভিযোগে উপাচার্যের অপসারণ দাবিতে নিয়মিত কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার বিকেল পাঁচটার দিকে অঙ্কিত ৬০ গজ ‘পটচিত্র’ নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন তারা। বিকেল ৫টার দিকে কলা ও মানবিকী অনুষদের সামনে থেকে

বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে গিয়ে কিছুক্ষণ পটচিত্রটি প্রদর্শন করে মিছিলটি আবার একই অনুষদ ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদ। নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ জমা দিতে পারেনি, শিক্ষা উপমন্ত্রীর এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা ছিল ৮ তারিখে অভিযোগ পত্র জমা দেয়ার। আমরা সেটি নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিয়েছি। হয়তো শিক্ষা উপমন্ত্রীর কাছে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তদন্ত চলাকালীন উপাচার্যের পদত্যাগ চাইবেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে হাসান মাহমুদ বলেন, যখন কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত হয় তখন তাকে তার পদ থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। জাবির শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করার সময়ও তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তাই তদন্ত চলাকালে উপাচার্যকেও অব্যাহতি দিতে হবে। না হলে তদন্ত প্রভাবিত হওয়ার সম্ভবনা রয়েই যাবে। আন্দোলনে শিক্ষকদের কম উপস্থিতির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে উপাচার্যের পদত্যাগ সহ ২০টি দাবি নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে নিরঙ্কুশ জয় লাভ করেছি। একাডেমিক, সিনেট ও সিন্ডিকেটের নির্বাচনেও আমরা বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছি। সুতরাং আমাদের দাবিতে অধিকাংশ শিক্ষকের সমর্থন

রয়েছে। উপাচার্য ক্লাসের মাধ্যমে ঠুনকো অযুহাতে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তদন্তের মাধ্যমে নিজের দল ভারী করেছেন। কিন্তু সমর্থন আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উপাচার্য গোপন ভোটের ব্যবস্থা করে দেখুক অধিকাংশ শিক্ষকই তার বিপক্ষে অবস্থান নিবে।

নতুন কর্মসূচি সম্পর্কে ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর’ ব্যানারে আন্দোলনকারীদের অন্যতম সংগঠক নজির আমিন চৌধুরী জয় বলেন, মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ‘পটচিত্র প্রদর্শণী’, বিকেল তিনটায় সংহতি সমাবেশ, সন্ধ্যা ছয়টায় গানে গানে সংহতি ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পথনাটক করবো। এছাড়া বুধবার সকাল ১১টায় বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান সাংবাদিকদেরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এখন কোন আন্দোলন চলতে পারে না। এটা আইনের লঙঘন। যেহেতু সরকার এখানে সরাসরি অনুসন্ধান করছে। তাই সরকারের প্রতি সবার আস্থা রেখে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ঘরে ফেরা উচিত।

আন্দোলনকারীদের দেয়া বক্তব্যের বিষয়ে তিনি বলেন, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিজেরা বিনিয়োগ করে কাজ শেষে বিল করার পর সরকার টাকা ছাড় করে। সুতরাং এখন যে কাজ হচ্ছে তা ঠিকাদারের নিজস্ব অর্থায়নে। এখানে প্রকল্পের মূল বাজেটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। প্রক্টর আরও বলেন, সরকার উদ্যোগ নিয়ে আওয়ামী

লাগের সবাইকে একাত্রত করেছেন। কিছুসংখ্যক শিক্ষক সাড়া না দিয়ে বিরোধীতা করছেন। আর নির্বাচন নিয়ে আমরা কোন ভবিষ্যৎ বাণী করতে চাই না। নির্বাচন আসলে সেটা দেখা যাবে।